স্বাধীনতার গল্পের...

দিলরুবা শাহানা

গল্পের শিরোনাম হচ্ছে "স্বাধীনতা তুমি উঠোনে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন"। গল্পটি বলছি, শুনুন দয়া করে। তারপর বলবো এর পেছনের গল্প।

'মার্চ মাসের ১৫তারিখ ১৯৮৫সাল। বাংলাদেশের যশোর জেলার আরবপুর ইউনিয়নের খোলাডাঙ্গা গ্রামে সন্ধ্যা নামছে। যশোর বিমানবন্দর থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে ধর্মতলার মোড়। ওখানে পৌঁছে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে খোলাডাঙ্গা যাওয়ার রাস্তা বলে দেবে।

সে সন্ধ্যায় ইউনিয়ন পরিষদের অফিস থেকে সামান্য দূরে বড় বড় সোজা দাড়িয়ে থাকা গাছে ঘেরা ছোট্ট মাঠে গোলপাতার চাটাই বিছিয়ে হারিকেন জ্বালিয়ে আমরা ক'জন বসেছি। চারটি চাটাই এমনভাবে পাতা হয়েছে যে মাঝখানে একটি আয়তক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। মনে হয় পৃথিবীর বড় কোন শহরে নামীদামী কনফারেন্স রুমে টেবিল সাজানো হয়েছে। চারকোনায় চারটি হারিকেন আলো দিচ্ছে। এই ইউনিয়নে বিদ্যুৎ আছে তবে মাঠে আলো পাওয়ার ব্যবস্থা নেই।

মার্চ মাস স্বাধীনতার মাস। স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে বিচার করলে যশোর একটি ঐতিহাসিক শহর। যশোর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাত থেকে প্রথম মুক্ত হয়। ওই দিনই ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আর আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে ভেসে উঠেছিল।

স্বাধীনতার মাসে ঐতিহাসিক শহরে অসাধারন এক সন্ধ্যায় আমরা ক'জন স্বাধীনতার গল্প বলতে বসেছিলাম। ব্রিটিশ অক্সফামের ট্রিসিয়া পার্কার ও হোসনে আরা খান, উবিনীগ এর ফরিদা আকতার বর্তমানে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার প্রধান, এশিয়া ফাউন্ডেশনের একজন ও আমি।

ঢাকা থেকে আমরা কয়েকটি দাতা সংস্থার অনুরোধে স্থানীয় ক'টি সংস্থার কার্যক্রম দেখতে গিয়েছিলাম। কাজটা ছিল ইভাল্যুশনের। কাজ শেষ পরদিন সকালের ফ্লাইটে ঢাকা ফিরে যাব।

স্থানীয় সংস্থার কর্মী ও আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম আজ সন্ধ্যাটা আমরা স্বাধীনতার গল্প বলে কাটাবো। গাছের নীচে মাঠের মাঝে মাদুর পেতে হারিকেনের আলোয় গল্পসন্ধ্যা। কথা শুরু হতে দেখা গেল প্রত্যেকের স্মৃতির ঝাঁপিতে স্বাধীনতা নিয়ে গান, কবিতা ও নানা ঘটনা লুকানো রয়েছে। ট্রিসিয়া বললো একটি গানের গল্প। বিটল্‌সের জর্জ হ্যারিসনের

গাওয়া গানটি ওরা গেয়ে গেয়ে লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করেছে ও চাঁদা তুলেছে। দু'টি ছেলে উদাত্ত গলায় গাইলো 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' ওরা যখন 'যে শিশুর মধু হাসিতে আমার বিশ্ব ভোলে, সেই শান্তির শিবির বাঁচাতে আজকে লড়ি' গাইছিল সবাই তখন গলা মিলালাম। আবেগ ও আন্তরিকতা গলার সুরের অভাবকে দূর করে দিল।

ইচ্ছে হল কবিতা পড়ার। কবিতার সমঝদার কেউ ছিলেন কি না জানিনা তবে সেই অসাধারন সন্ধ্যায় আমরাও সবাই অসাধারন হয়ে উঠেছিলাম। তাই কবিতা শুনতেও কারোর আপত্তি ছিল না। কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা' আরও অনেকের মত আমারও খুব প্রিয় কবিতা। মাঝে মাঝে পড়তাম বলে প্রায় মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু মনে ছিল তাই দরদ দিয়ে পড়লাম।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছিল। মনে হল একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন পড়লো। বাতির আলোতে সবার চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। আমি যখন 'স্বাধীনতা তুমি উঠোনে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন' পড়ছিলাম তখন মনে হলো কেউ ফুঁপিয়ে উঠলো হঠাৎ করে। কবিতা থেমে গেল। চারদিক চুপচাপ। সবাই নীরবে কান্নার উৎস খুঁজছিল। অন্ধকার ও নৈঃশব্দের মাঝে কিছু বোঝা যাচ্ছিলো না। শুধু দেখা গেল চাটাইয়ের এক কোনায় স্থানীয় সংস্থায় কাজ করে শ্যামলা অবয়বের ও হালকা কোকড়ানো চুলের কিশোয়ার নামের তরুণটি হাটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। একটু পরই কিশোয়ার মুখ তুললো। সবার চোখ ওর দিকে। সব চোখেই জিজ্ঞাসা। আলো কম থাকাতে ওর চোখ ভেজা কি না বোঝা গেল না।

কিশোয়ার স্বাধীনতার গল্প বললো। কিশোয়ারের গল্পের দুঃখের হিমে আমাদের চোখে শিশির জমলো। শামসুর রাহমানের কবিতার ওই লাইন, ওই শব্দগুচ্ছ কিশোয়ারের জীবনের করুণ সত্যের বিবৃতি বা বর্ননা।

সেই ১৯৭১এ ছেলেটি কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেনীতে পড়তো। মার্চ বা এপ্রিলের এক অস্থির দিনে সে স্কুল থেকে বাসায় ফিরলো। মূল সড়ক থেকে গলিতে ঢুকলেই ওদের বাসাটি দেখা যেতো। আর একটু এগুলেই উঠোনের এক অংশ চোখে পড়তো। প্রতিদিন যে দৃশ্য দেখতো তা হল উঠোনে দড়িতে মায়ের ভেজা শাড়ি দুলছে। তারপর যা দেখা যাবে তা সে না দেখেই বলে দিতে পারতো। উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় মোড়াতে বসে মা খবরের কাগজ পড়ছেন। পিঠে তার ভেজা চুল ছড়ানো। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে যে ছবি সে দেখতো ওইদিন সে ছবি চুরি হয়ে যায়, লুট করেছিল, ধ্বংস করেছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনী।

সেদিন উঠোনে মায়ের শাড়ি ঝুলানো না দেখে ছেলেটি অবাক হয়। দুঃশ্চিন্তা করার মত বয়স ওর ছিল না। তবে দৌড়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে যা দেখলো তাতে চিৎকার করে কান্না ছাড়া করার কিছু ছিল না। রান্নাঘরের দরজায় মায়ের রক্তাক্ত শরীর পড়েছিল।
ওই কোলাহলহীন নীরবনিথর দিনে ওর কান্নাকাতর চিৎকার অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কেউ একজন ছুটে এসে মুখ চাপা দিয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়ে পালায়। পরে অশোক নামের এই ছেলেটিকে তারই স্কুলের একাউন্ট্যান্ট যশোরের কাজী সাহেব পুত্রস্নেহে আগলে নিজ বাড়ী যশোরে নিয়ে এলেন। বাড়ী এসে সন্তানহীনা স্ত্রীকে বলেন
'এ আমাদের সংসারে নতুন চাঁদ, ওর নাম কিশোয়ার'।
নিঃসন্তান কাজী সাহেব ও আসমা খানমের সংসারে কিশোয়ার চাঁদের মতই আদর পেল। কাজী সাহেব অনেক খোঁজখবর করেছেন। কিশোয়ার নিজেও মেট্রিক ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর দুই দুইবার কুমিল্লা ও ময়নামতি চষে বেড়িয়েছে বাবা-কাকাদের খোঁজে। কোন হদিস মিলেনি।
যেদিন ১৯৭১এ আমাদের কুমিল্লার স্বাধীনতা হরণ হলো ওইদিন থেকে অশোক তথা কিশোয়ারের মায়ের শাড়ি আর কখনো উঠোনে দুলেনি।'

গল্পের পেছনে কোন সত্য কি থাকে কখনো? কথা হল গল্পতো কল্পনা করেই লেখা হয়। তবুও কোন কোন গল্প শেষে প্রশ্ন জাগে মনে, জানতে ইচ্ছে হয় কখনও বা। এই গল্পটি শুনে প্রশ্ন করা হয় এটি সত্য ঘটনার ভিত্তিতে লিখা কি না। রেডিও SBSএ যখন পঠিত হয় তখনও গল্প শেষে এই প্রশ্নটি আমাকে করা হয়েছিল।
ময়নমতি ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে পলাতক এক জ্ঞাতিভাই বলেছিলেন ছোট্ট এক হিন্দু ছেলের গল্প যাকে ধর্মভীরু এক মুসলমান বাঁচানোর জন্য যশোরে নিয়ে গিয়েছিলেন। অশোকের অস্তিত্ত অলীক নয়।

আর সত্য যশোরের খোলাডাঙ্গা গ্রামের মার্চের সে সন্ধ্যা রাত। শামসুর রাহমানের কবিতা সত্য যা জীবনের এই গল্প বলে যায়।